দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN 21 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাঃ বিঃ লাইব্রেরি অটোমেশন

প্রকল্পের অর্থ শেষ ॥ কাজ হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ

শামীম মাহমুদ ॥ নির্ধারিত সময়ের ৭ মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির অটোমেশন প্রকল্পের মাত্র ১২ ভাগ কাজ হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অনুদানের টাকা ফুরিয়ে গেছে। অটোমেশন প্রকল্পের পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টাকা ফুরিয়ে যাওয়া এবং বিলম্ব হওয়ার ব্যাপারে কোন জবাব দিতে পারেননি। কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অর্থ যোগানদাতা ইউএনডিপির কাছে নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পর প্রকল্পের সময় ও অনুদান বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। জানা গেছে, প্রকল্প পরিচালকের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির কারণেই অটোমেশন কার্যক্রম এগোচ্ছে না। ইউএনডিপির কিছু অসাধু কর্মকর্তাও এ দুর্নীতি চক্রের সাথে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির অটোমেশন প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ২ বছর সময় নির্ধারণ করা হয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে বিলম্বের জন্য প্রকল্পের সময়সীমা পরবর্তীতে কমিয়ে ৮ মাস নির্ধারিত হয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ৮৭.৮৭ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে। সরকার এতে ১২ লাখ টাকার সিডি ভ্যাট যোগ করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটি ২২শে জুন '৯৮ তারিখে পূর্ণ প্রকল্পটি অনুমোদন করে। এ প্রকল্পে লাইব্রেরির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের গ্রন্থাগারিক ডঃ এ কে এম ফজলুল আলমকে প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন '৯৮ সালের নভেম্বর মাসে এবং '৯৯ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। অটোমেশন প্রকল্পের জুন '৯৯ তারিখে প্রকাশিত ফ্যাক্ট শিটে উল্লেখ করা হয় প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ২ বছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল; কিন্তু অনুদানের টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে টি এ ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে যা জুন '৯৯ তারিখে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব না; কিন্তু নির্ধারিত সময়েই কাজ শেষ হবে। লাইব্রেরির অটোমেশন প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত বই ও সাময়িকীর ডাটা এন্ট্রি তৈরি, বই আদান-প্রদানে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির প্রবর্তন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অনলাইন ব্রাউজিং। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকল্প দল এ পর্যন্ত মাত্র শতকরা ১২ ভাগ বইয়ের ক্যাটালগ নম্বর এন্ট্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব ওয়েব পেজ খুলেছে। এ অটোমেশন প্রকল্পের পরিচালক ডঃ এ কে এম ফজলুল আলমের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেজিস্ট্রার অফিসের একটি সূত্র জানায়, অটোমেশন প্রকল্পের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা ডঃ ফজলুল আলমের নেই। সূত্র আরো জানায়, প্রকল্প পরিচালক নিজের দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একজন পদস্থ ব্যক্তিকে কিছুদিন পূর্বে একটি মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার দিয়েছেন।

এদিকে প্রকল্পে অর্থ যোগানদাতা ইউএনডিপির প্রোগ্রাম অফিসার মিস পরাগের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হয়নি। খুব ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে, তবে নতুন করে অনুদানের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত ইউএনডিপি নেয়নি।

প্রকল্প পরিচালক ডঃ এ কে এম ফজলুল আলমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রকল্পের কিছু কাজ হয়েছে। বাকি কাজ এ বছরের মধ্যে শেষ হবে। কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রকল্পের অর্থ ফুরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, টাকা শেষ তো কি হয়েছে? আবার টাকা আসবে।

পাদটিকা ঃ গত বুধবার এই রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ প্রতিবেদক প্রকল্প পরিচালক ফজলুল আলমের কক্ষে গেলে তিনি কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রতিবেদকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীকে জানানো হয়েছে।